মুজিবনগরে বিদেশি পাখিসহ ২ জন আটক: ভ্রাম্যমান আদালতে জেল ও জরিমানা

মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ২২ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিদেশি পার্পেল স্টারলিং ও ম্যাকাও পাখিসহ ২ জনকে আটক করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলাধীন মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের গোপালনগর যাত্রী ছাউনীর পাশ থেকে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময়

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এসআই ঈস্রাফিল এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় মুজিবনগর থানার একটি চৌকস দলের উপস্থিতিতে মূল্যবান পার্পেল স্টারলিং ও ম্যাকাও নামক দুই জাতের বিদেশি পাখি ও ইজিবাইক সহ মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের বারেক আলীর ছেলে বাশারুল শেখ (৩৫) এবং একই গ্রামের মৃত নূর হকের ছেলে হাবিবুর রহমান (২৮) কে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার (১৯ মে) সন্ধ্যার পর মুজিবনগরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে আটক কৃত এক জনকে এক মাসের কারাদণ্ড ও অপরজনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুজন সরকার।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল পাখি আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা বন কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, মুজিবনগর থানা পুলিশ আটককৃত পাখিগুলো বনবিভাগের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছে। উপজেলা বন বিভাগ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নির্দেশে পাখিগুলো বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে অবমুক্ত করা হবে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ পাচারকারী আটক

মাদক পাচারের সময় অন্তর ইসলাম (২৬) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে ৭০ বোতল ফেনসিডিল।

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তাকে বামন্দী বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে আটক করে। অন্তর ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বাইপাইল এলাকার মনোয়উদ্দীনের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, বামন্দী বাস¯ট্যান্ড এলাকায় দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এএসআই শেখ মোহাম্মদ বিপ্লব হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায়। এসময় অন্তর ইসলামের ব্যাগে ফেনসিডিল পাওয়া গেলে তাকে আটক করে।

তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু সাপেক্ষে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ দুজন আটক

অভিযানে ২ জন আসামীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এসময় ৮ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৮ পিচ ইয়াবাসহ এ দু আসামীকে আটক করেছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম।
আটকদের আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩২০ বস্তা ফিড জব্দ, কারখানা সীলগালা

গাংনী উপজেলার ইকুড়িয়া এইচবি ক্যাটল ফিড মিলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সীলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। এসময় ক্যাটল ফিড মিলের মধ্যে থেকৈ বিভিন্ন কোম্পানীর ক্যাটল ফিডসহ ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চালানোর সময় মিল মালিক হযরত আলী পলাতক ছিল।
আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরের দিকে এ অভিযান চালান তিনি।
এসময় গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দীন ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, এইচ বি ক্যাটল ফিড মিলে অবৈধভাবে পোলট্রি খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের কথা টের পেয়ে কারখানার মালিক হজরত আলী পালিয়ে যায়।
কারখানাটির প্রয়োজনীয় বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর ফিড পাওয়া গেছে যা সম্পুর্ণ বেআইনী।
বিধায় ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করা ছাড়াও কারখানাটি সীলগালা করা হয়েছে। তলব করা হয়েছে কারখানার মালিককে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আটক ১১

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ১১ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।
রবিবার দিবাগত রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব

আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।
আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামীদের মধ্যে জিআর মামলার ৫ জন ও সিআর মামলার ১ জন রয়েছে।
এছাড়া মাদক মামলায় ১ জন ও জুয়া আইনে দায়ের করা মামলায় ৪ জন আসামী।
আটকদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ ১০ জনকে ও সদর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক দল অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিকিৎসক সোনিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আদালতের বিজ্ঞ বিচারক স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। মেহেরপুর আমলী আদালতের প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র স্বপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি আমলে নিয়ে এই মামলাটি করেন। বিজ্ঞ আদালতের বিশেষ নির্দেশের প্রেক্ষিতে নথি উপ¯’◌াপন করা হলো বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে/২০২২ ইং তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রথম পাতায় “ মেহেরপুরে চিকিৎকের নির্দেশিত ক্লিনিকে সিজার না করাই রোগীর প্রতি অবহেলা, ডা. সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠণ” শীরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের মনোনীত ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার নির্দেশিত ক্লিনিকে না নেয়ায় রোগীর স্বজনদের উপর ক্ষিপ্ত হন এই গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট)। শুধু ক্ষিপ্তই হননি ডা. সোনিয়া আহমেদ। দিয়েছেন

আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা তদন্তের নির্দেশ

গাংনীর বেতবাড়িয়া গ্রামে পরোকীয়া প্রেমের জের ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্যের বাড়িতে শালিস বিচারের নামে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায়ের ঘটনা দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা ও পরের দিন কয়েকটি অনলাইন মিডিয়াতে প্রকাশ হওয়ার পর মেহেরপুর আমলী আদালত (সদর) সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছেন।এবং একই সংগে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছেন।
ওই ঘটনা নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় “গাংনীতে দেড় লাখ টাকার বিনিময় বড় বোনকে সংসার করতে দিলেন মমতাজ”শীরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি নজরে আসার পর মহেরপুর আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র স্বপ্রণোদিতভাবে এ রুল জারি করেন।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিকালে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য সাইদুল ইসলাম বেতবাড়িয়া গ্রামে তার নিজ বাড়িতে শালিস বৈঠক করেন। এসময় কাজিপুর ইউনিয়নের আরেক ইউপি সদস্য ফুল চাঁদসহ এলাকার বেশ কয়েকজন ব্যাক্তিবর্গ ওই শালিস বৈঠকে বেতবাড়িয়া গ্রামের শাহাবুল ইসলা কে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেন। এসময় নগদ ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন ও বাকী ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য সময় বেধে দেন তারা।
সাম্প্রতিক সময়ে গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের শাহাবুল মোল্লার সাথে পরোকীয়ার জের ধরে শালিকা মমতাজ খাতুন চলে যায়। এঘটনায় ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান ও ফুলচাঁদ শালি দুলাভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বসে গ্রাম্য সালিশি। এতে দেড়লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। ওই টাকা দেয়া হয় শাহাবুলের শশুর কাজিপুর গ্রামের মজিবর রহমানকে।
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি মোবাইল ফোনে তদন্তের একটি কপি পেয়েছেন। মূল কপি পেলেই তদন্ত শুরু করবেন।

হরিণাকুন্ডুর ইজিবাইক চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার

হরিণাকুন্ডু থানা পুলিশের অভিযানে ইজিবাইক চোর সিন্ডিকেটের ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে মাগুরা সদর উপজেলার তেফুলিয়া গ্রামের কামাল বিশ্বাসের ছেলে হাসান বিশ্বাস (৫০), সামাদ মন্ডলের ছেলে আজিজ মন্ডল (৪০) ও হরিণাকুন্ডুর শড়াতলা গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে খোকন (২৫)।

পুলিশ জানায়, হরিণাকুন্ডুর পৈলেনপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে সোহাগের একটি ইজিবাইক চুরি হয়ে যায়। গত ১০ এপ্রিল সোহাগ হরিণাকুন্ডু থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। প্রযুক্তি ও মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে গত শনিবার গভীর রাতে ঢাকার সাভার থেকে আসামী খোকন আলীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মাগুরা থেকে হাসান ও আজিজকে গ্রেফতার করে। আসামীদের দেওয়া স্বীকারোক্তি মোতাবেক পুলিশ চুরি হওয়া ইজিবাইকটি উদ্ধার করে।

ইজিবাইক চালক সোহাগ জানান, খোকন ঝিনাইদহ যাওয়ার কথা বলে তাকে সারাদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এক পর্যায়ে টাকা দেওয়ার কথা বলে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে মাঝপথে ছুরি দেখিয়ে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।

মুজিবনগরে অপহরণ করে মুক্তিপন আদায়ের ঘটনায় আরো ৬ আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগরে অপহরণ করে মুক্তিপন বাবদ চাঁদা আদায়ের ঘটনায় ১ মাস পর আরো ৬ জন আসামীকে গ্রেফতার মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গত শনিবার রাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম এর সার্বিক তত্বাবধায়নে মুজিবনগর থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা শাখা এবং জেলা সাইবার ক্রাইম ইউনিট এর সমন্বয়ে গঠিত টিম তাদেরকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন, মেহেরপুর জেলার টুঙ্গী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মাদার আলী (৫০), আবুল হোসেনের ছেলে তারিকুল ইসলাম (৩৭), সোনাপুর মাদ্রাসা পাড়ার নূর ইসলামের ছেলে ফিরোজ (২৫), সোনাপুর মন্ডলপাড়ার মৃত ওয়াদ আলী মেম্বারের ছেলে মইনুল হোসেন (৪০), শরিফ উদ্দিনের ছেলে রুয়েল (২৫) ও সোনাপুর মালিথাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে বাপ্পি হোসেন (২৬)। গ্রেফতারের পর রবিবার বিকালে তাদের আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য গত ইং ০১/০৪/২২ তারিখ রাত্রী আনুমানিক ৯ ঘটিকার সময় মুজিবনগর থানাধীন গোপালপুর গ্রামস্ত হাতিরখাল নামক স্থানো নিজের মাঠের জমিতে স্যালো মেশিন দিয়ে সেচ দেওয়ার সময় কয়েকজন লোক চাঁদা নেয়ার উদ্যেশে গোপালপুর গ্রামের শাহাবদ্দীন শেখের ছেলে আঃ মালেক ও তার ভাই শফিকুল ইসলামকে অপহরন করে।

অপহরনের কয়েকঘন্টার মাথায় তাদের উদ্ধার করা হলে আঃ মালেক বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন আসামী করে একটি অপহরন মামলা দায়ের করে। যার মামলা নম্বর-০২, তারিখ-০৫/০৪/২০২২ ইং, ধারা-৩৬৫/৩৮৫/৩৮৬ পেনাল কোড।

পরবর্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ মামলাটা আমলে নিয়ে মামলার তদন্তকারী অফিসার পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত) শরিফুল ইসলাম মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের সার্বিক তত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় মুজিবনগর থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা শাখা মেহেরপুর এবং সাইবার ক্রাইম ইউনিট মেহেরপুর এর সমন্বয়ে গঠিত টিম নিয়ে মামলার তদন্ত শুরু করেন।

মাস খানেক তদন্ত শেষে বিভিন্ন তথ্য প্রমান সংগ্রহ করে গত কয়েক দিন আগে ঘটনার সহিত জড়িত ৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। গত শনিবার রাতে একই মামলার আরো ৬ জন আসামী গ্রেফতার হলো।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, আসামীরা নিজে ঘটনার সহিত জড়িত থাকার বিষয়টি স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রদান করেন এবং আসামীরা ঘটনার সহিত জড়িত সকল সহযোগী আসামীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করে।

আসামীদ্বয়ের প্রদত্ত তথ্যাদি সতর্কভাবে যাচাই বাছাই সহ ঘটনার সহিত জড়িত অন্যান্য পলাতক সহযোগী আসামীদের মধ্যে আরো ৬ জনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে মধ্যরাতে জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, ৪ জুয়াড়ী আটক

মুজিবনগরে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে তাসের মাধ্যমে জুয়ার আসর বসিয়ে জুয়া খেলা করার সময় ৪ জুয়াড়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
শনিবার রাত এগারোটার দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশ কেদারগন্জ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।
আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে রেজা(৪৫),ঢোলমারী গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫),একই গ্রামের রহমতউল্লাহর ছেলে তাহাজউদ্দীন(৫৫) ও রতনপুর গ্রামের অধির মন্ডলের ছেলে জনি মন্ডল(৩৫)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কেদারগন্জ বাজারের পাশে আলীর আমবাগানে জুয়া খেলা চলছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে এসআই উত্তম কুমার,এসআই জুয়েল হোসেন,এসআই সুভাষ কুমার রায়, এএসআই আলী হোসেনসহ পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন সময় আসামীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশ তাদের আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান,গ্রেফতারকৃত আসামীদের নামে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে তাসের মাধ্যমে জুয়ার আসর বসিয়ে জুয়া খেলার অপরাধে ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৪ ধারায় মামলা দিয়ে রবিবার বিকালে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।